ভালোলাগা এক সন্ধ্যা

ফওজিয়া সুলতানা নাজলী

সিডনী থেকে প্রকাশিত বাংলা সংবাদপত্র 'সোনার বাংলা'র আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো প্রিয় শিল্পী কাদেরী কিবরিয়ার একক সংগীত সন্ধ্যা। সন্ধ্যা ৭টায় এ্যাশফিল্ড পোলিশ ক্লাবের সুন্দর গোছানো মিলানয়তনে জনাব পি এস চুন্নু স্বাগত জানালেন কাদেরী কিবরিয়া ও দর্শক শ্রোতাদের অনুষ্ঠানটি উপভোগ করার জন্য। জনাব শেখ শামীমুল হক এর সংক্ষিপ্ত বক্তবের পর শিল্পী তার অনুষ্ঠান শুরু করলেন। শিল্পী নিজেই অনুষ্ঠানের সঞ্চালক হিসেবে কাজ করেছেন, ছোট ছোট স্মৃতিচারণ করছিলেন যা সত্যিই উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। তিনি রবীন্দ্রনাথের গানের ঝাঁপি খুলে দিয়েছিলেন দর্শকদের জন্য। শ্রোতারাও হারিয়ে গিয়েছিল গানের মাঝে। শিল্পী শোনালেন ছোট্ট বেলায় বাবার সাথে গাওয়া বাবার প্রিয় গান "আমি চঞ্চল হে আমি সূদুরের পিয়াসী....''।

গানের তৃষ্ণা মেটানোর পাশাপাশি জনাব চুন্নু দর্শকদের চায়ের তৃষ্ণা মেটানোর আমন্ত্রন জানালেন। তিরিশ মিনিটের বিরতির পর শুরু হলো দ্বিতীয় পর্ব। কিছু কিছু কণ্ঠ থাকে যে কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গান অপূর্ব মানিয়ে যায়। মনে হয় এ কণ্ঠ রবীন্দ্রনাথের গানের জন্যই তৈরী। কাদেরী কিবরিয়া সেরকম একটি কণ্ঠ। সেই পথেই চলতে চলতে শিল্পী দমকা হাওয়ার মতো হাজির করেছিলেন স্বর্ণযুগের কিছু বাংলা আধুনিক গান, সেই গানের ভেলায় চেপে সুরের সাগর পাড়ি দিয়েছিল মিলনায়তনের দর্শকগন। এত সুন্দর অনুষ্ঠানে কিছুটা ছন্দপতন ঘটেছিল ছোট বাচ্চাদের ছোটাছুটি আর কিচিরমিচিরে। বাবা মা যদি একটু সামলে রাখতেন....। ভালোলাগার সাথে প্রত্যাশাও থাকে বেশী। তাই অপ্রত্যাশিত কিছু মেনে নিতে কষ্ট হয়। শিল্পী যদি মাইক্রোফোন থেকে মুখটা সরিয়ে চুপিসারে বেসুরে মন্দিরা বাজানো বন্ধ করতে বলতেন তাহলে বাদক যেমন আহত হতেন না, প্রত্যাশাও হোঁচট খেতো না।

অনুষ্ঠানের শেষ গান গাওয়ার আগে জনাব চুন্নু সোনার বাংলার উপদেষ্টা ডঃ আব্দুর রাজ্জাক এবং শেখ শামীমুল হককে মঞ্চে আমন্ত্রন জানালেন শিল্পীকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানোর জন্য। সুন্দর এবং বিশাল ফুলের সম্ভারটি ছিল দৃষ্টি নন্দন।

শিল্পীর গান একটা মিষ্টি আমেজ নিয়ে এসেছিল দর্শকদের মনে, দর্শকদের অবশ্য মন ভরেনি। ভরেনি তার কারন এত তাড়াতাড়ি কেন শেষ হলো এমন একটি সুন্দর সন্ধ্যা!

কাদেরী কিবরিয়ার এটি ৩য় সফর সিডনীতে। মন ছুঁয়ে যাওয়া গানে গানে প্রমাণ করলেন পুরোনো হয়ে যাননি তিনি। শিল্পী ও দর্শকশ্রোতার মিলনমেলায় সমবেত কণ্ঠে "ধন ধান্যে পুস্পেভরা আমাদের এই বসুন্ধরা..." গানটির মধ্যদিয়ে শেষ হলো অনুষ্ঠান। ২৮শে অক্টোবর ২০০৭, রবিবার সন্ধ্যা একরাশ ভালোলাগার তৃপ্তি নিয়ে সুখ স্মৃতি হয়ে রইল।